সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)

পরীক্ষামূলক প্রকল্প: **পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট**

প্রকল্পের অবস্থান: **গ্রাম: কাশিপুর, ইউনিয়ন: যাত্রাপুর**
উপজেলা: মুরাদনগর, জেলা: কুমিল্লা

এসডিএফ-এর এনজেএলআইপি-এর আওতাভুক্ত কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের গ্রামসমূহে ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক, আয়রন ও ম্যাঙ্গানিজ থাকায় সুপেয় বিশুদ্ধ পানির অভাব বিরাজমান ছিল। উপকারভোগীগণের মধ্যে আর্সেনিক ও আয়রণমুক্ত বিশুদ্ধ খাবার পানি নিশ্চিতকরার লক্ষ্যে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ) এর অর্থায়নে এবং WIST Bangladesh Pvt. Ltd. এর কারিগরী সহায়তায় পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। করিমপুর উত্তর, করিমপুর দক্ষিণ ও কাশিপুরসহ মোট ৩টি গ্রাম সমিতির যৌথ উদ্যোগে গঠিত প্লান্ট বাস্তবায়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি প্লান্টটি বাস্তবায়ন করেছে এবং উক্ত কমিটি প্লান্টটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করছে। প্লান্টটির মাধ্যমে পানিতে থাকা আর্সেনিক, আয়রন ও ম্যাংগানিজ দূরীকরণের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং (ডিপিএইচই) এর তথ্য মতে কুমিল্লা জেলায় এনজেএলআইপি-এর আওতাভুক্ত মুরাদনগর ও মনোহরগঞ্জ উপজেলার মোট ৯০টি গ্রামে খাবার পানিতে আর্সেনিক আছে বলে জানা যায়।

এক নজরে পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট এর সার্বিক চিত্র:

- জমি ক্রয় করে ঘর নির্মাণসহ প্লান্টটি স্থাপনে মোট ১০,৫০,০০০/- (দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা খরচ হয়েছে।
- ট্রিটমেন্ট প্লান্টের মাধ্যমে প্রতি ঘন্টায় ১০০০লিটার পানি পরিশোধন করা সম্ভব হচ্ছে। মোট উপকারভোগী দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবার (লক্ষ্যিত খানা) ৫০৬টি। এছাড়াও উক্ত গ্রাম ৩টির মধ্যবিত্ত ও ধনী ব্যক্তি অনেকে পানি ক্রয় করছে। গ্রাম ৩টির মাঝখানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বাজার রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোও তাদের প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহের আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং ইতোমধ্যে কয়েকটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান পানি ক্রয় করছে।
- প্লান্টটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক অতিদরিদ্র ও দরিদ্র উপকারভোগীগণ প্রতি লিটার পানি ৫০ পয়সা এবং মধ্যবিত্ত ও ধনী ব্যক্তিগণ প্রতি লিটার পানি ১ টাকা দরে কিনতে পারবে।
- উপকারভোগীগণ প্লান্ট থেকে পানি সংগ্রহ করতে পারবেন, এছাড়াও উপকারভোগীদের কাছে পানি পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। প্লান্টটি স্থাপন করায় ৩টি গ্রামের সকল জনগণ নিরাপদ ও সুপেয় পানি পানের সুবিধা পেয়ে খুবই আনন্দিত।
- পানি সরবরাহ ও পানি বিক্রির কাজে উক্ত গ্রামের ২জন বেকার যুবকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

প্লান্ট বাস্তবায়নের ফলে ইতিবাচক পরিবর্তন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা:

- বর্তমানে ৮৭টি উপকারভোগী পরিবার এবং ৮টি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান পানি ক্রয় করছে। উক্ত পানি বিক্রির টাকা দিয়ে প্রাথমিকভাবে প্লান্টের চলমান খরচ এর ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হচ্ছে।
- অতিদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের পানির ক্ষতিকর পদার্থ যেমন-আর্সেনিক, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ বিষয়ে এবং এসব পদার্থের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা তৈরী হচ্ছে। ফলে তাদের বিশুদ্ধ পানি পান করার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- কাশিপুর গ্রাম সংলগ্ন করিমপুর বাজারের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে পানি ক্রয়ের চাহিদা পাওয়া গেছে। এছাড়াও মুরাদনগর উপজেলা সদরে কিছু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও বসবাসকারী পরিবার থেকে পানি ক্রয়ের চাহিদা পাওয়া গেছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা:

তিনটি গ্রামের ৫০৬টি উপকারভোগী দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দীর্ঘ মেয়াদে সুপেয় পানি পান নিশ্চিতকরণ। সেই সাথে বিভিন্ন ব্যবসায়িক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানি বিক্রির অর্থের মাধ্যমে প্লান্টটি দীর্ঘমেয়াদে সচল রেখে এর সুফল ভোগ করা।

সীমাবদ্ধতা:

যেহেতু গ্রামের অতিদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবার এমনকি মধ্যবিত্ত ও ধনী পরিবারের সদস্যদের পানি কিনে খাওয়ায় অভ্যস্থ নয়, সেহেতু তাঁদের বেশীর ভাগ সদস্যদের বিশুদ্ধ পানি পানের আগ্রহ থাকা সত্বেও পানি কিনে খাওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার বিষয়টি সময় সাপেক্ষ।